খসড়া

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নগরায়নের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণের সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে নগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের জন্য সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে এই অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার এবং ভূমির নিম্ন বা উর্ধ্বভাগের বস্তু ও সম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে আইন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।- (১) এই আইন নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে;

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে ইহা বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **"নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর"** বলিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে বুঝাইবে ;

(২) **"অঞ্চল"** বলিতে এইরূপ একটি ভূ-প্রাকৃতিক এলাকাকে বুঝাইবে যাহার প্রাকৃতিক ও মানবীয় উপাদানের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে সমজাতীয়তা ও সমরূপতা বিদ্যমান এবং যাহার একটি সামষ্টিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে;

(৩) **"উন্নয়ন"** বলিতে কোন নির্মাণকার্য, খননকার্য অথবা কোন ভূমি বা কাঠামো ব্যবহার অথবা ভূমিস্থ বস্তু ও সম্পদের অবস্থানগত সার্বিক ইতিবাচক পরিবর্তন করা বুঝাইবে;

(৪) **'এলাকা পরিকল্পনা সংস্থা'** বলিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষসহ সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক আইন বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশিত অনুরূপ সংস্থাসমূহকে বুঝাইবে;

(৫) **"কাঠামো"** বলিতে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ যেকোন সৃষ্ট অবকাঠামো অথবা কোন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অবকাঠামোকে বুঝাইবে;

(৬) **"নগর"** বলিতে এইরূপ যে কোন একটি এলাকা, যাহা পারিপার্শ্বিক পল্লী এলাকা অপেক্ষা আয়তনে বর্ধিষ্ণু, পুঁজিঘন ও উচ্চ জন-ঘনত্বসম্পন্ন এবং ন্যূনতম উন্নততর নাগরিক সুবিধাসম্বলিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-কৃষিনির্ভর পেশাজীবী লইয়া গড়িয়া উঠা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল একটি সুনির্দিষ্ট এলাকাকে বুঝাইবে যেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রতিবেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সকল পুঁজির ক্রমাগত বিকাশ লাভ করিবে।

(৭) **"ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ"** বলিতে এই আইনের ১৩ ধারায় বর্ণিত ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(৮) **"পরিকল্পনা"** বলিতে একটি সুনির্দিষ্ট এলাকার জনসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ও সমন্বিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রস্তাবনার সমষ্টিকে বুঝাইবে, যাহা সুনির্দিষ্ট এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সৃজিত অথবা নির্ধারিত হইবে;

(৯) **"পরিষদ"** বলিতে এই আইনের ধারা ৩ এর অধীনে গঠিত জাতীয় নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষদকে বুঝাইবে;

(১০) **"নির্বাহী পরিষদ"** বলিতে এই আইনের ধারা ৫ এর অধীনে গঠিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা নির্বাহী পরিষদকে বুঝাইবে;

(১১) **"প্রজ্ঞাপন"** বলিতে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞপ্তিকে বুঝাইবে;

(১২) "**বিধিমালা**" বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিকে বুঝাইবে;

(১৩) **"বিশেষ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"** বলিতে সাধারণ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ব্যতিত জনস্বার্থে, সরকার কর্তৃক গৃহিত অন্যান্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনাসমূহ যথা, গভীর সমুদ্র বন্দর, মাইনিং সিটি, নতুন বিমান বন্দর, নতুন রেলস্টেশন, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন অথরিটি, সার উৎপাদন কারখানাসহ অনুরূপ যে কোন কারখানা বা স্থাপনা এবং বিশেষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত পর্যটন কেন্দ্র, বিশেষ সুবিধাসম্বলিত গ্রামীণ ও নগর জনগোষ্ঠির বিশেষ আবাসন পরিকল্পনা অথবা অনুরূপ প্রকল্পের আওতায় গৃহিত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনাকে বুঝাইবে;

(১৪) **"ভূমি"** বলিতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ধারা-২ এর উপধারা-১৬ ও উপধারা-১৬ (ক) অনুযায়ী ভূমির সংজ্ঞাকে বুঝাইবে;

(১৫) **"ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা"** বলিতে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনাকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত আইনানুগ ব্যবস্থা এবং এ ধরনের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত প্রণীত নীতিমালা বা জারিকৃত বিধান ও আদেশাবলিকে বুঝাইবে;

(১৬) **"পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকারী সংস্থা"** বলিতে এই আইনের ১১ ধারার অধীনে নিযুক্ত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকারী সংস্থাকে বুঝাইবে এবং পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী অন্য কোন সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) **"ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান"** বলিতে এই আইনের ১৩ ধারার অধীনে নিযুক্ত ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে বুঝাইবে এবং ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী অন্য কোন সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৮) **"সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান"** বলিতে সরকারের যেকোন বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ, ব্যুরো বা শাখা, কমিটি বা বোর্ড, বিভাগীয় কর্মকর্তা বা কার্যালয়, জেলা কর্মকর্তা বা কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা কার্যালয় অথবা অন্য কোন সরকারি কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(১৯) **"সাধারণ ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ"** বলিতে বিশেষ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত অন্যান্য সকল উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকে বুঝাইবে;

(২০) **"স্থানীয় সরকার"** বলিতে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, স্থানীয় পরিষদ বা স্থানীয় এলাকার উপর সাধারণ শাসনকার্য পরিচালনা করিবার এখতিয়ারসম্পন্ন অন্যান্য সংস্থাকেও বুঝাইবে;

(২১) **"অপরাধ"** বলিতে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য যেকোন অপরাধ;

(২২) **"ফৌজদারি কার্যবিধি"** বলিতে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) কে বুঝাইবে;

৩। **পরিষদের গঠন ।-**

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, আইনের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য, সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জাতীয় ''নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষদ'' গঠন করিবে।

(২) পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ

(i) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী	চেয়ারম্যান
(ii) সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(iii) সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(iv) সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(v) সিনিয়র সচিব/সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(vi) সিনিয়র সচিব/সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
(vii) সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(viii) সিনিয়র সচিব/সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ix) সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(x) সিনিয়র সচিব/সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xi) সিনিয়র সচিব/সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xii) সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xiii) সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xiv) সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xv) সিনিয়র সচিব/সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xvi) সিনিয়র সচিব/সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
(xvii) সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xviii) সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xix) সিনিয়র সচিব/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xx) সিনিয়র সচিব/সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xxi) সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xxii) বিভাগীয় প্রধান, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(xxiii) বিভাগীয় প্রধান, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(xxiv) সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানারস	সদস্য
(xxv) সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স	সদস্য
(xxvi) সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস	সদস্য
(xxvii) পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

(৩) পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, যেকোন সময়ে উহার কোন কার্যসম্পাদনে অথবা ইহার কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তার জন্য এরূপ কাজে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে অথবা প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) জাতীয় **"নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষদ"** এর সভা বৎসরে ন্যূনতম ০২ (দুই) বার অনুষ্ঠিত হইবে। তবে প্রয়োজনে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। উপদেষ্টা পরিষদের অর্ধেক সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উক্ত উপদেষ্টা পরিষদের সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে এবং ঢাকায় উহার কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকিবে।

৪। পরিষদের কার্যপরিধি ।-

(১) এই বিষয়ে জারিকৃত বিধান অনুযায়ী উপদেষ্টা পরিষদ নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) এই আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় বর্ণিত বিষয়াদি ছাড়াও উপদেষ্টা পরিষদের কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবেঃ-

(i) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নীতি ও বিধিবিধান সংক্রান্ত প্রস্তাবনা অনুমোদন ও অন্যান্য আদেশ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(ii) সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(iii) সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহিত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম এর সহিত "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭" এর আওতায় প্রণীত পরিকল্পনার সমন্বয়সাধন করা;

(iv) উন্নয়নের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহের ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(v) সকল অধিদপ্তর বা সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষসমূহের পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(vi) সরকার নির্দেশিত "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা" সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কার্যাবলি;

(vii) পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের সহিত সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় উপাদান এর সংজ্ঞা ও মান নির্ধারণ, পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর-বিন্যাস, বিজ্ঞানভিত্তিক ও জন অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা পদ্ধতি, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, এতদসংক্রান্ত গণশুনানির উপায় ও পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি;

(viii) পরিষদ, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক ভৌত পরিকল্পনা, ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ ও দিক নির্দেশনা দ্বারা সহায়তা প্রদান করিবে;

(ix) পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, সরকারি সংস্থার ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করিতে পারিবে ।

৫। নির্বাহী পরিষদের গঠন ।-

(১) সরকার, এই আইনের আওতায় জাতীয় নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষদকে পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োগ ও সমন্বয়সাধন করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা নির্বাহী পরিষদ গঠন করিবে।

(২) নির্বাহী পরিষদ নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ

(i)	সিনিয়র সচিব/সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
(ii)	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
(iii)	চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(iv)	যুগ্ম-সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
(v)	যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(vi)	যুগ্ম-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(vii)	যুগ্ম-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(viii)	যুগ্ম-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ix)	যুগ্ম-সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(x)	যুগ্ম-সচিব,দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xi)	যুগ্ম-সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xii)	যুগ্ম-সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xiii)	যুগ্ম-সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xiv)	যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xv)	যুগ্ম-সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xvi)	যুগ্ম-সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(xvii)	যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(xviii)	প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
(xix)	পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
(xx)	বিভাগীয় প্রধান, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(xxi)	বিভাগীয় প্রধান, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(xxii)	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানারস	সদস্য
(xxiii)	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স	সদস্য
(xxiv)	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস	সদস্য
(xxv)	উপ-পরিচালক (গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

(৩) নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে যেকোন সময়ে উহার কোন কার্য সম্পাদনে অথবা ইহার কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তার জন্য এরূপ কাজে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে অথবা প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) নির্বাহী পরিষদের সভা বৎসরে ন্যূনতম দুই বার অনুষ্ঠিত হইবে। তবে প্রয়োজনে দুই এর অধিক সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। নির্বাহী পরিষদের অর্ধেক সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উক্ত নির্বাহী পরিষদকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সেবা ও সহায়তা প্রদান করিবে।

৬। নির্বাহী পরিষদের কার্যপরিধি ।-

(১) এই বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাহী পরিষদের কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হইবে।

(২) নির্বাহী পরিষদ, জাতীয় ''নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষদ'' কে ধারা ৪ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা এবং প্রয়োগ-পরিবীক্ষণ, সমন্বয়সাধন, গবেষণা ও মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ করার জন্য

সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের নিকট পরিকল্পনাসমূহ সুপারিশমালা সহকারে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

৭। সমন্বয়সাধন ।-

(১) উপদেষ্টা পরিষদ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ইতঃপূর্বে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকল্পে গৃহিত যে কোন কার্যক্রম, উন্নয়ন কর্মপন্থা ও প্রয়োগযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ও নীতিমালার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) উপদেষ্টা পরিষদ, দেশের সার্বিক উন্নয়নের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যতা প্রতিফলনের নিমিত্ত আইন ও নীতিমালার পারস্পরিক অসামঞ্জস্যতা, যদি থাকে, আলোচনার মাধ্যমে নিরসণ করিতে পারিবে। এইক্ষেত্রে, প্রয়োজনবোধে, সার্বিক সহায়তার জন্য সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা, বিশিষ্ট নাগরিক ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে এক বা একাধিক সমন্বয় কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) উপদেষ্টা পরিষদ, প্রয়োজনবোধে যে কোন সংস্থাকে তাহাদের নিজস্ব কার্যক্রমের আওতায় গৃহিত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, ভৌত পরিকল্পনা এবং ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের পুনঃপর্যালোচনা ও পুনঃপর্যবেক্ষণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৮। নিবন্ধন ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা ছাড়পত্র ।-

(১) সকল সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি, যাহাদের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা ও তদসংযুক্ত উন্নয়নের সহিত সম্পর্কিত, সেই সকল সংস্থা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ উপদেষ্টা পরিষদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র গ্রহণ করিবে। তবে, এই ক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদ ছাড়পত্র প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাও প্রদান করিতে পারিবে;

(২) ধারা-৮ এর উপ-ধারা (১) এর কর্মপরিধির ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(খ) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) (ক) অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত সংস্থা, ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়নকৃত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা অথবা প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(গ) গৃহায়ন ও অন্যান্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা অনুসারে অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা করিবে। তবে কর্মপরিধির ক্ষেত্রসমূহ প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করা যাইবে ।

(৩) ধারা-৮ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অন্য কোন আইন ও বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষ পরিষদের সুপারিশমালা অনুসরণ করিবে।

৯। পরিষদের সচিবালয়।- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর নিজস্ব কার্যক্রম অনুযায়ী কর্মকান্ড পরিচালনা করিবার পাশাপাশি ''নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষদ'' এবং ''নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা নির্বাহী পরিষদ'' এর সচিবালয় হিসাবে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করিবে।

১০। **সচিবালয়ের কার্যাবলি** ।- পরিষদ সচিবালয় অথবা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যাবলিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

(ক) ''নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা নীতিমালা'' প্রণয়ন ও পর্যালোচনা;

(খ) এই আইনের আওতায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সংক্রান্ত সকল বিধিমালা প্রণয়ন করিবে;

(গ) সুষ্ঠু নগরায়নের স্বার্থে সমগ্র বাংলাদেশে প্রয়োগের জন্য অত্র আইনের আওতায় উপ-ধারা ৪(২) এর (ছ)-এ বর্ণিত কার্যক্রম ছাড়াও অন্যান্য পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল উপাদানের সংজ্ঞা ও যৌক্তিকতা প্রদান করিবে;

(ঘ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত শিক্ষা, গবেষণা ও জরিপ কাজ পরিচালনা করা ছাড়াও, বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(ঙ) এই আইনের ধারা-৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পন্ন করিবে;

(চ) এই আইনে বিবৃত অথবা সরকার বা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইতে পারে, এমন যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিবে;

(ছ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, পরিষদের নির্দেশনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেঃ

(১) আঞ্চলিক অথবা এলাকাভিত্তিক স্থায়ী বা অস্থায়ী দপ্তর স্থাপন করা;

(২) তথ্য, ম্যাপ, যে কোন ধরনের ইমেজ, আলোকচিত্র, ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা, ভৌত পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ, বিন্যাসকরণ, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থা পরিচালনা করা;

(৩) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এই আইনের ধারা-১০ এর উপ-ধারা ছ (২) এ বর্ণিত এই জাতীয় সকল তথ্য সরবরাহের জন্য পরিষদের মাধ্যমে অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১১। **পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকারী সংস্থার নিয়োগ** ।-

(১) পরিষদ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সার্বিকভাবে নগর ও অঞ্চলসমূহের পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকারী ও সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে ;

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদের সুপারিশক্রমে, গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার, যে কোন সরকারি সংস্থাকে, নির্দিষ্ট এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত এলাকার ক্ষেত্রে নিয়োগ অথবা দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে উল্লিখিত এলাকার আয়তন পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে ;

(৩) এই আইনের ধারা-১১ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কোন এলাকা একাধিক সরকারি সংস্থার আওতাধীন হইলে যে কোন একটি সরকারি সংস্থাকে সম্পূর্ণ এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিষদ দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

তবে, দুই বা ততোধিক সরকারি সংস্থাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে, সংস্থাসমূহ একত্রে এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি কমিটি, বোর্ড, কাউন্সিল অথবা অন্যান্য অঙ্গ সংস্থার মাধ্যমে কাজ করিতে পারিবে, যাহা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হইবে ;

(৪) সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভিন্নরূপ কোন আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষসহ সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং ভবিষ্যতে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশিত অনুরূপ সংস্থাসমূহ এই আইনের ধারা-১১ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত

এলাকার মধ্যে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

১২। পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকারী সংস্থার কার্যক্রম ।-

(১) পরিষদ কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ অথবা বিশেষ নির্দেশনার ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার পরিধি, প্রকৃতি, সময়, ব্যাপ্তি, বিষয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে কোন এলাকা ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থা পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার এবং উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজস্ব এখতিয়ারাধীন এলাকার পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করিবে;

(২) ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থা বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক আইন ও উন্নয়ন নীতিসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্যাদি সম্পাদন করিবে।

১৩। ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার নিয়োগ ।–

(১) পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন সরকারি সংস্থাকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে নিয়োগ অথবা দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্থা আওতাভুক্ত এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে;

(২) পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকার যে কোন এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব একটি সংস্থার উপর অর্পণ করিতে পারিবে অথবা দুই বা ততোধিক সরকারি সংস্থাকে যৌথভাবে উক্ত দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে, সে ক্ষেত্রে, সংস্থাগুলো একত্রে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে কমিটি, বোর্ড, কাউন্সিল অথবা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করিবে, যাহার সাংগঠনিক বিষয়াদি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা থাকিবে;

(৩) সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, ভিন্নরূপ কোন আদেশ না হওয়া পর্যন্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষসহ সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ভবিষ্যতে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশিত অনুরূপ সংস্থাসমূহ এই আইনের ধারা-১৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

১৪। ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কার্যক্রম ।-

(১) এই আইনের দ্বারা, পরিষদের নির্দেশনার ভিত্তিতে, এই আইনের অধীনে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ইহার আওতাধীন এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিসমূহ প্রণয়ন, সর্বসাধারণে প্রচার, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং প্রায়োগিক কার্যাদি সম্পাদন করিবে;

(২) ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান উহার কার্যাবলি সম্পাদনকালে সরকারের উন্নয়ন নীতিসমূহ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে;

(৩) উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধি-বিধানসমূহ সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পক্ষের সম্পাদিত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৫। সরকারি ভূমি উন্নয়নমূলক কাজে দ্বৈততা দূরীকরণ ।-

(১) যদি একটি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান মনে করে যে, কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মসূচি, স্কিম অথবা সিদ্ধান্ত যথাযথ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেই ক্ষেত্রে দুইটি প্রতিষ্ঠান একে অন্যের সহিত আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের মতপার্থক্য সমন্বয়সাধনের জন্য বা নিষ্পত্তির জন্য পরিষদের নির্দেশনার আলোকে একটি চুক্তিতে উপনীত হইতে পারিবে;

(২) যদি পক্ষগণ এই আইনের ধারা-১৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত চুক্তিতে উপনীত হইতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যে কোন পক্ষ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য পরিষদের নিকট পাঠাইতে পারিবে। সেই ক্ষেত্রে পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। বিশেষ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ।-

(১) পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকার, যে কোন বিশেষ এলাকার ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব একটি সংস্থার উপর অর্পণ করিতে পারিবে অথবা দুই বা ততোধিক সরকারি সংস্থাকে যৌথভাবে উক্ত দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে; সেই ক্ষেত্রে, সংস্থাগুলি একত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে কমিটি, বোর্ড, কাউন্সিল অথবা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করিবে, যাহার সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং ইহার কার্যপরিধি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা থাকিবে।

১৭। সাধারণ বা বিশেষ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর গণ-শুনানি ।-

(১) পরিকল্পনা প্রণয়নকারী বা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা তাহার নিজস্ব কার্যক্রম দ্বারা কিংবা কোন ব্যক্তির বা সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ বা বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এতদসংক্রান্ত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া মনে হয়, এমন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে আপত্তি পুনর্বিবেচনা বা সুপারিশ প্রদানের সুযোগ প্রদান করিবে এবং এই বিষয়ে গণ-শুনানি গ্রহণ করিবে;

(২) পরিকল্পনা প্রণয়নকারী বা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গণ-শুনানির পর সুপারিশমালাসহ, যদি থাকে, স্ব স্ব সাধারণ বা বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ উপদেষ্টা পরিষদ এর নিকট উপস্থাপন করিবে। এই ক্ষেত্রে পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণসমূহের অনুমোদন ।-

(১) নিম্নবর্ণিত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বা উহাদের সংশোধনীসমূহের ক্ষেত্রে সার্বিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হইবেঃ

(ক) জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল নগর ও অঞ্চলসমূহের পরিকল্পনা, বিশেষ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাসহ সকল ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা এবং এতদসংক্রান্ত সকল উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালাসমূহের প্রস্তাবনা;

(খ) সকল প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পায়ন বা নতুন কিংবা সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক, আবাসন, পর্যটন ইত্যাদি অঞ্চলসমূহের সংরক্ষণ বা উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের প্রস্তাবনা;

(গ) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এর সকল পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহ, স্থানীয় পরিষদ এবং পরবর্তীতে সৃষ্ট একই ধরনের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা এলাকা পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারাধীন সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা;

(ঘ) সরকার কর্তৃক বিবেচিত, অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যাহা পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন হইবে।

(২) যে সমস্ত পরিকল্পনা, এই আইনের ধারা-১৮ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত হয় নাই, ঐ গুলির ক্ষেত্রে পরিষদের সচিবালয় অথবা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর বা সরকারি প্রজ্ঞাপনে এই বিষয়ে উল্লিখিত অন্য কোন সরকারি সংস্থার অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

(৩) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সকল সাধারণ বা বিশেষ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে।

১৯। আইনের প্রয়োগ ।-

(১) অত্র আইনের অধীন প্রণীত, যে কোন বিধি বা এতদসংক্রান্ত যে কোন আদেশ বা নির্দেশনা ব্যতিত কোন ভূমির উন্নয়ন করা যাইবে না বা কোন ভূমির উন্নয়নের জন্য অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(২) এই আইনের ধারা-১৯ এর উপ-ধারা (১) এর ব্যত্যয় করিয়া কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিলে, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা উক্ত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

(ক) লিখিতভাবে প্রদত্ত নির্দেশনায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে গৃহিত কার্যক্রম বন্ধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(খ) লিখিতভাবে প্রদত্ত নির্দেশনায়, এই ধরনের কাজ হইতে বিরত থাকিতে বা উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিতে এবং একই সংগে এই ধরনের কাজ করা বা না করিবার ক্ষেত্রে অত্র আইনে বর্ণিত যে কোন শাস্তির বর্ণনা থাকিবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের ধারা-১৯ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্বের ভূমি ব্যবহারে প্রত্যাবর্তন করিবে। এইজন্য উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিধিমালা মানিয়া চলা নিশ্চিত করিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইহাতে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা দায়ি ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) অত্র আইনের অধীনে প্রণীত ও অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং বিধিসমূহ অথবা এতদসংক্রান্ত কোন আদেশ বা ইস্যুকৃত নির্দেশের সহিত বিরোধপূর্ণ কর্মকান্ডের জন্য দায়ি ব্যক্তি বা সংস্থা উপ-ধারা ১৯ (৩) এর সহিত অতিরিক্ত হিসাবে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবে।

২০। অপরাধ ও দন্ড ।-

(১) অত্র আইনের অধীনে প্রণীত পরিকল্পনা ও বিধিসমূহ অথবা এতদসংক্রান্ত কোন আদেশ বা ইস্যুকৃত নির্দেশ মোতাবেক কোন কাজ না করা অথবা কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীনে প্রণীত পরিকল্পনা ও বিধিসমূহ অথবা এতদসংক্রান্ত কোন আদেশ বা ইস্যুকৃত নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কাজ করিলে বা সরকার অথবা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাবলি অমান্য করিলে বা পালনে ব্যর্থ হইলে সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২১। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি ।-

(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, গ্রেফতার, জামিন ও বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৯৮ (Code of Criminal Procedure, 1898; (Act V of 1898); বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে;

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য ও আপোস অযোগ্য হইবে;

(৩) ফৌজদারি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালতে আপিল করিতে পারিবে।

২২। প্রবেশাধিকারের ক্ষমতা ।-

(১) উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক এই আইনের আওতায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি উক্ত সংস্থার পক্ষে এই আইন, বিধি বা এতদসংক্রান্ত কোন আদেশ বা ইস্যুকৃত কোন নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য সহকারি বা কর্মীসহ অথবা এককভাবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রের যে কোন বিষয়ে যে কোন জায়গা বা স্থাপনার উপরে বা ভিতরে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করিবেঃ

(ক) কোন পরিদর্শন, জরিপ, মূল্যায়ন অথবা তদন্ত কাজ পরিচালনার জন্য;

(খ) উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের অথবা এ অনুযায়ী কোন শর্ত বা এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিয়া কোন জমি বা কাঠামো ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইয়া আসিতেছে কিনা অথবা নির্মিত হইতেছে বা হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হওয়ার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য;

(গ) এই আইন বা আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা অথবা কার্যকর করার নিমিত্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য;

(২) এই আইনের ধারা-২২ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে কমপক্ষে ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে এই ধরনের কাজে প্রবেশাধিকার লাভ করা যাইবে না।

২৩। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যক্রম ।-

(১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা অথবা পরিকল্পনা সংস্থা বা কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা, অভিশংসন অথবা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ।-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ বিধিমালা প্রণয়ন কিংবা সংশোধন করিতে পারিবে।

(২) সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুরূপ আদেশ না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের ধারা-১১ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী সকল সংস্থাসমূহ নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় স্ব স্ব আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্ব স্ব বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

২৫। সংরক্ষণ, ইত্যাদি ।-

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভূক্ত এলাকাসহ অন্যান্য সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং স্থানীয় পরিষদ নিজ নিজ গৃহিত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্ম সম্পাদন করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পৌরসভাসমূহ এবং স্থানীয় পরিষদসমূহ নিজ নিজ এলাকার ক্ষেত্রে এলাকা পরিকল্পনাকারী সংস্থা অথবা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম গ্রহণ করিবে এবং উল্লিখিত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষসমূহের পূর্বের যে কোন কর্মকান্ড এই আইনের আওতায় সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।